যুগান্তর

তারিখ 10 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষায় বর্ধিত ব্যয়

বিগত দেড় দশকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বাড়িয়াছে ১৫ শতাংশ। এই অভিমত শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহলের। তাহারা শিক্ষার মূল সংকট হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন শিক্ষকদের মানবায়নকে। শিক্ষকদের মান আগের মতো নহে, ইহার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হইল, তাহারা পাঠদানে আন্তরিক নহেন। গত রবিবার এলজিইডি মিলনায়তনে 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি : জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তবতার আন্তঃসম্পর্ক' শীর্ষক সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় চেতনা নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত এই শিক্ষা পর্যালোচনামূলক সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা সভাপতিত্ব করেন। একমুখী মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা বাস্তবসম্মত কিনা উহা লইয়া নানা মতবিরোধ আছে। দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িবার প্রেক্ষাপটে ইহাই অনুমিত হয় যে, ঐ স্তরে শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবসম্মত নহে। দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে এমন শিক্ষা মাধ্যমিক পাঠক্রমে খুব বেশি নাই। ফলে শিক্ষাটা হইয়া পড়িয়াছে সার্টিফিকেট-নির্ভর। দীর্ঘকাল যাবতই শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বাড়িতে থাকায় ইহার উপযোগিতা লইয়াও প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। ইহা সত্য যে, স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পরও 'কেরানি তৈরি করা' ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা বহাল রহিয়াছে। শিক্ষা লইয়া বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিলেও যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি এখনও বাস্তবায়ন করা যায় নাই। বিদেশে জনশক্তি রফতানির দরজা খুলিয়া যাওয়ায় শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কিছুটা কমিয়াছে। শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই নহে আমাদের উচ্চ শিক্ষায়তনের পাঠ কারিকুলামেও রহিয়াছে ব্যাকডেটেড বিষয়-আশয়। ফলে সেই পড়াশুনা তেমন কোন উপকারে আসে না শিক্ষার্থীদের। সেই ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পাঠসূচি তৈরি এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষকমণ্ডলীকে উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুতির অন্য বিকল্প নাই। এই বিষয়টিই ঐ দিনের আলোচনায় উঠিয়া আসিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, মাঝে-মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করিলেও ফল মিলিতেছে না। শিক্ষার ব্যয় ১৫ শতাংশ বাড়িবার যে তথ্য জানানো হইয়াছে, উহার সঙ্গে আমাদের দ্বিমত নাই। তবে, গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ও বাড়িয়াছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার পরও বিদ্যালয় হইতে ড্রপ-আউটের সংখ্যাও বাড়িতেছে। শিক্ষার হার ও মান বাড়াইতে হইলে গ্রামীণ জনপদের লোকদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বাড়াইতে হইবে। জীবন যাত্রার সার্বিক ব্যয় বাড়িলে শিক্ষার ব্যয়ও বাড়বে। সেই সঙ্গে শিক্ষার মান না বাড়িলে, অর্জিত বিদ্যা বাস্তব জীবনে কাজে না আসিলে মানুষ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারাইয়া ফেলিবে। উহা কোনভাবে কাম্য নহে। অতএব সংশ্লিষ্টদের একটি বাস্তবমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে।